সংস্কৃত বিভাগ
(১) পার্ট: সেমিস্টার - IV
পেপার: SANG-CC-T-04
শিক্ষিকার নাম - ড. অনুশ্রী গিরি

ইকো যণচি — (৬/১/৭৭)

ইকঃ স্থানে যণ্ স্যাদচি সংহিতায়াং বিষয়ে। সুধী উপাস্য ইতি স্থিতে স্থানত আন্তর্যাদীকারস্য যকারঃ। সুধ্ য্ উপাস্য ইতি জাতে।

ইকের স্থানে যণ্ হয় অচ্ পরে থাকলে, যদি সংহিতা বিদ্যমান থাকে। 'সুধী + উপাস্যঃ' এমতাবস্থায় উভয়ের নৈকট্যানুসারে সান্নিধ্য থাকায় ঈকারের স্থানে যকার হয়, এইভাবে 'সুধ্ য্ উপাস্যঃ' এইরূপ সিদ্ধ হয়।

সূত্রের অর্থ সার্বিকভাবে নির্ণয়ে

(ক) পাণিনি পরিবেশে সূত্রগুলি রচনা করেছেন। এছাড়া অধিকারের মাধ্যমেও অতিরিক্ত পদ পাওয়া যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে আবার উপযুক্ত পদ অধ্যাহার করতে হয়, যেমন এই সূত্রে প্রথম পদটি অর্থাৎ 'ইকঃ' হল ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত।

Scanned with CamScanner

ইক্ 'এই প্রত্যাহারটিকে প্রাতিপদিক হিসাবে গ্রহণ করে ষষ্ঠীর একবচন (ঙস্) যোগ করলে হবে 'ইকঃ'। এই ষষ্ঠীর দ্বারা কোন সম্বন্ধবিশেষকে বোঝাচ্ছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং 'ষষ্ঠী স্থানেযোগা' (১।১।৪৯) এই পরিভাষা সূত্রানুসারে 'স্থানে' পদটি যোগ করতে হবে। ফলে 'ইকঃ' পদের অর্থ হয় 'ইকঃ স্থানে'।

আবার তৃতীয় বা শেষ পদটি অর্থাৎ 'অচি' হল সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত। 'অচ্' এই প্রত্যাহারটিকে প্রাতিপদিকরূপে গ্রহণ করে সপ্তমীর একবচন (ঙি) যোগ করলে পাওয়া যায় 'অচি'। সুতরাং এখানে 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' (১।১।৬৬) এই পরিভাষা প্রযোজ্য হবে এবং অর্থ হবে যে 'অচ্' এর ঠিক পূর্বে বর্ণান্তরের দ্বারা অব্যবহিত হয়ে উচ্চারিত যে 'ইক্' তার স্থানে যণ্ পর্যন্ত পাওয়া হল, এক্ষেত্রে শেষ অব্যবহিত পরে আছে যে ইক্ এর যণ্ আদেশ হবে ইক্ অচ্ থাকলে এর স্থানে 'অচি' পদের হবে 'অচি পরতঃ'।

(৩)

তাছাড়া সূত্রটি অবশ্য 'সংহিতায়াম্' (৬।১।৭২) সূত্রের অধিকারে পঠিত। সুতরাং আলোচ্য সূত্রে যে 'ইক্' ও 'অচ্' - এর মধ্যে সংহিতা থাকতে হবে, তবেই যণাদেশ রূপ সন্ধিকার্য হবে। সংহিতা বলতে বোঝায় দুটি বর্ণের অত্যন্ত সামীপ্য। অর্থাৎ দুটি বর্ণের উচ্চারণ-কালের মধ্যে ততটুকুই ব্যবধান থাকা উচিত যতটুকু বর্ণের জন্য [illegible] হয়। বৈয়াকরণদের মতে দুটি বর্ণের উচ্চারণে-ন্যূনতম অর্ধমাত্রা কালের ব্যবধান থাকবেই। সুতরাং বলা যেতে পারে সংহিতা হল অর্ধমাত্রাধিক কালের [illegible] ব্যবধানের অভাব, পাণিনি সূত্র করেছেন 'পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা' (১।৪।১০৯)।

এই সব মিলিয়ে

সূত্রের অর্থ হল, ইক্, (ই উ ঋ ৯) বর্ণের অব্যবহিত পরে অচ্ (স্বরবর্ণ) থাকলে সং; ইকের স্থানে যথাক্রমে

(৪)

স্বরটির অব্যবহিত পরে অচ্ হলে ইক্ এর স্থানে যণ্ বর্ণ (য ব র ল) হয়ে যায়। যেমন: যদি অপি > যদ্ ই অপি > যদ্ য্ অপি > যদ্যপি। কিন্তু 'যদি — চ অপি', এই দ্বিস্বরান্ত-বর্ণান্তরের মধ্যে ব্যবধান হওয়ায় বা 'যদি' ও 'অপি' পদ দুটি দীর্ঘকালের ব্যবধানে উচ্চারিত হলে সংহিতা না থাকায় যণ্ আদেশ হবে না।

এইভাবে সূত্রের অর্থ বোঝানো গেলেও কিন্তু সংশয় দেখা দিতে পারে। বলা হয়েছে 'ইক্'-এর স্থানে যণ্ হবে। এক্ষেত্রে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন - প্রত্যেকটি ইক্ সমস্ত স্থানে পর্যায়ক্রমে সবগুলি যণ্ বর্ণই হবে, নাকি একটি একটি ইক্ বর্ণের স্থানে একটি একটি যণ্ বর্ণই হবে? দ্বিতীয় বিকল্পটি মানলে আবার প্রশ্ন হয়, কোনের

নির্দিষ্ট ইতের স্থানে কোন নির্দিষ্ট
বর্ণ ব্যবহৃত হবে? যেমন - 'দুঃখী
উপায়ঃ' এই স্থিতিতে ইকারের
স্থানে চারটে চারটি বর্ণ
আদেশ হয়ে আসতে চাইছে
রূপে পায়, কিন্তু ইকারের স্থানে
কোন প্রত্যয় বর্ণই হবে এবং
সেটি ঠিক কোনটি 'য' কিংবা
'ব' কিংবা 'ল'? এই সংশয়
দূর করার জন্যই দীক্ষিত—
বলেছেন - স্থানেঽন্তরতম ইত্যাদি।
অর্থাৎ প্রসঙ্গেও আমাদের
পাণিনির পরিভাষার শরণাপন্ন
আশ্রয় নিতে হবে, সেই সূত্রটি
হল 'স্থানেঽন্তরতমঃ' (১।১।৫০)।
যখন একটি বর্ণ বা অনেক
পরিবর্তে অন্য একটি বর্ণ আসার
ব্যবহারের ~~[illegible]~~ বিধান দেওয়া
হয় তখন পূর্বের বর্ণ বা অক্ষরটি
হয় 'স্থানী', এবং নতুন বর্ণ বা
অক্ষর হয় ('আদেশ'), যেমন
আগের ক্ষেত্রে 'ই' হল স্থানী।

এবং 'যণ্' হল আদেশ। উল্লিখিত পরিভাষাটি নিয়ম করে দেয়, স্থানী একটি কিন্তু আদেশ অনেক। এই পরিস্থিতিতে সেই আদেশটিই হবে যার সঙ্গে স্থানীর অত্যন্ত সাদৃশ্য রয়েছে। সাদৃশ্য নানাভাবে কল্পিত হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চারণ স্থানানুসারেই সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়। অর্থাৎ যে স্থানী এবং যে আদেশটির উচ্চারণ স্থান এক, সেই স্থানীর ক্ষেত্রে সেই আদেশটিই হবে। যেমন ইকার ও যকারের স্থান তালু, উকার ও বকারের স্থান ওষ্ঠ, ঋকার ও রকারের স্থান মূর্ধা এবং ৯কার ও লকারের স্থান দন্ত। সুতরাং ই উ ঋ ৯ এদের স্থানে যথাক্রমে আদেশ হবে য ব র ল। ফলে 'সুধী উপাস্যঃ' 'সুধ্ উপাস্যঃ' এই উদাহরণে ঈকারের স্থানে যকারই হবে,

যকার বা রকার বা লকার হবে না। পরিবর্তিত স্থিতি হবে 'স্থূ
্য উপাধ্য:'।

কোন স্থানীর ক্ষেত্রে কোন আদেশটি হবে এবিষয়ে নিয়ম দীক্ষিত স্থির করেছেন 'স্থানেহন্তরতম:' সূত্রের দ্বারা। কিন্তু টীকাকারদের বক্তব্য-আলোচনা করলে দেখা যায় এই ব্যাপারে মতভেদ ছিল। স্থানী-আদেশের নিয়ম পাণিনির অন্য একটি সূত্রের দ্বারাও হতে পারে, সূত্রটি হল 'যথাসংখ্যমনুদেশ: সমানাম্ (১।৩।১০)। এই সূত্রানুসারে সংখ্যার ভিত্তিতে নিয়ম করা যেতে পারে। যেমন-আলোচ্য সূত্রে স্থানী ও আদেশের সংখ্যা সমান, স্থানীও চারটি আদেশও চারটি। সুতরাং 'যথাসংখ্য' সূত্রানুসারে

Scanned with CamScanner

বলা যায় প্রথম স্থানীর (ই-কার) ক্ষেত্রে প্রথম আদেশ (য), দ্বিতীয় স্থানীর (উ-কার) ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আদেশ (ব), তৃতীয় স্থানীর (ঋ-কার) ক্ষেত্রে তৃতীয় আদেশ (র) এবং চতুর্থ স্থানীর ক্ষেত্রে চতুর্থ আদেশ (ল) হবে। কাশিকা-বৃত্তিতে এই বিষয়ে কিছু বলা হয় নি। পদমঞ্জরীকার হরদত্তের মতে যথাসংখ্য বা আন্তর্য- যে কোনো পক্ষ নেওয়া যেতে পারে। ন্যাসকারের মতে যথাসংখ্য পক্ষই গ্রহণীয়, দীর্ঘ বিচারের পর বাল-মনোরমাকারও এই সিদ্ধান্ত করে দেন। তবে তত্ত্ববোধিনীকার দীক্ষিতকে অসমর্থন করে আন্তর্য পক্ষকেই যুক্তিযুক্ত বলেছেন।

এই বিবাদের মূল হয়তো সূত্রকারের মতভেদের মধ্যে নিহিত।

Scanned with CamScanner

'স্থানেঽন্তরতমঃ' সূত্রের আলোচনায় প্রকারান্তরে সূত্রটির মহাভাষ্যকার বলেছেন:

কিমুদাহরণম্? ইকো যণচি।
দধ্যত্র, মধ্বত্র।
অল্পস্থানস্য অল্পস্থানঃ, ওষ্ঠস্থানস্য ওষ্ঠস্থানো যথা স্যাদিতি। নৈতদস্তি।
সংখ্যাতানুদেশেনাপ্যেতৎ সিদ্ধম্।

আবার 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' সূত্রের ভাষ্যে কিন্তু অন্যভাবে বলা হয়েছে:
কিমিহোদাহরণম্। ইকো যণচি। দধ্যত্র, মধ্বত্র। নৈতদস্তি। স্থানেঽন্তরতমেনাপ্যেতৎ সিদ্ধম্। কুত আনুর্যম্? অল্পস্থানস্য অল্পস্থান ওষ্ঠস্থানস্য ওষ্ঠস্থান বেভিদ্যতামিতি।

'স্থানে ইকঃ' পদটির সার্থকতা কি? যদি এই পদটি না থাকে তবে সূত্রটি অথবা হবে যণচি। তাহলে

অং - এর পূর্বতী যে কোন
বর্ণ থাকে, সেগুলি অনুকরণ
থাকত, যা হওয়ার আপত্তি
উঠতে। যেমন, অগ্নিচিৎ এর,
এই স্থিতিতে অগ্নির যথাক্রম
করতে হবে, আপত্তি হবে
বলা যেতে পারে, এই মত
ঠিক না। ঐ স্থিতিতে 'ঘটিচি'
(৬/১/৭৭) অনুসারে যেমন
বর্ণকেতের প্রাপ্তি হয়, তেমনি
আবার 'তপোরহত' (৮/২/৩০)
অনুসারে তপরের হবে-
দণ্ডের প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ
নিয়ম হল পূর্ব ও পরের মধ্যে
পরবর্তিবিধি বলবান। সুতরাং
বর্ণকেশাদে (পূর্ববিধি) এর
দিকে (দণ্ডের (পরবিধি)
হয়। কিন্তু এই আপত্তি-
কোন ভাবে স্থাপিত হয় না,
কিন্তু অনাদ-
বর্ণকেতের প্রকৃতি এবং
অনাকৃতির স্থিতাদীর প্রকৃতি,
দণ্ডাবধিবিধি পূর্বত্রাসিদ্ধম্ (৮/২/১)
অনুসারে

(১১)

অনুসারে যণাদেশবিধির দৃষ্টিতে দকারবিধি অসিদ্ধ হয়ে যাওয়ায় ওকারের যণাদেশকে বাধা দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ 'অগ্নিচিদ্ অত্র' এই স্থলে ওকারের ঋকারের যণাদেশ আপত্তি থেকেই যাবে। কিন্তু 'ইকঃ' পদটি যুক্ত হলে ওকার 'ইক' বর্ণ না হওয়ায় যণাদেশের প্রাপ্তিই হবে না।

সূত্রে অচি পদটি থাকায় 'দধি করোতি' ইত্যাদি স্থলে ইকারের যণাদেশ হবে না। কারণ এখানে পরে আছে কাকার, যেটি অচ্ নয়, হল্।

বর্তমান সূত্রের কাশিকাবৃত্তিতে একটি বার্তিক পঠিত হয়েছে (মহাভাষ্যের অনুসরণে)ঃ

৬ ইকঃ প্লুতপূর্বস্য সবর্ণদীর্ঘ-বাধনার্থং যণাদেশো বক্তব্যঃ।

অর্থাৎ প্লুতস্বর পূর্বে আছে এমন ইকের পর সবর্ণ অচ্ থাকলে দীর্ঘ একাদেশ না করে যণাদেশই হবে। যেমন গৌ ৩ ই ইন্দ্রম্ > গৌ ৩ য্ ইন্দ্রম্ > গৌ ৩ যিন্দ্রম্। ইকারের পূর্বে অবস্থিত ওকার প্লুত, পরে আছে সবর্ণ ইকার, যণাদেশই হল। এখানে 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' (৬/১/১০১) অনুসারে দুটি ইকার মিলিত হয়ে ঈকারের প্রাপ্তি ছিল।